Raja N.L. Khan Women's College (Autonomous)
Sub.: Bengali, Paper- CC8, Sem.- 4th
Teacher : Dr. Bipul Kr. Mandal

বিশশতকের বাংলা নাটক : মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)

বাংলা নাটকের ধারায় মন্মথ রায় প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব। প্রথম বাংলা একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা হিসেবে আজও তিনি স্মরণীয়। তাঁর 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) প্রথম বাংলা একাঙ্ক হিসেবে স্বীকৃত। মন্মথ রায় প্রায় ছয় দশক ধরে বাংলা নাটককে উচ্চমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। আদর্শবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধকে পাথেয় করে প্রগতিশীল সৃজনকর্মে তিনি সারাজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। পুরান, ইতিহাস বা তদানীন্তন সমাজ তাঁর সৃষ্টিতে ছায়া ফেলেছে বারংবার। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে সারা জীবন সাহিত্যের সাধনা করেছেন মন্মথ রায়।

পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান মন্মথ রায়ের নাটকের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়েছিলো মায়ের সহচর্যে। ১৯০৫ সালে ছয় বছর বয়সে তিনি প্রথম মঞ্চে অবতরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের ধ্রুব চরিত্রে। ১৯০৮ সালে 'রানী দুর্গাবতী' নামে একটি দু'পাতার নাটক লিখেছিলেন। এটাই মন্মথ রায়ের প্রথম লেখা নাটক। তাঁর বয়স তখন মাত্র নয় বছর। 'বঙ্গে মুসলমান' (১৯২০) মন্মথ রায়ের লেখা প্রথম পঞ্চাঙ্ক তথা পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) তাঁর লেখা প্রথম বাংলা একাঙ্ক, যদিও তিনি সারা জীবনে ২০৪ টি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা 'চাঁদসদাগর' ১৯২৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে 'মনোমোহন থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়েছে। সারাজীবনে তিনি মোট ২৫ টি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন; এর মধ্যে ২৪ টি নাটক বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এছাড়াও অসংখ্য চিত্রনাট্য, চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন; নাটকের পাশাপাশি চিত্র পরিচালনা করেছেন– একটি পূর্ণ্যদৈর্ঘ্যের এবং তথ্যচিত্র পরিচালনা করেছেন পঞ্চাশটি। তিনি অগনিত সম্মান স্বীকৃতি পেয়েছেন– দীনবন্ধু পুরস্কার, দিশারী ইন্দিরা গান্ধী স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্রভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মালিক ডি.লিট প্রদান, প.ব. সরকারের জাতীয় সম্বর্ধনা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্বর্ধনা, প.ব. রাজ্য সঙ্গীত নাটক একাদেমী পুরস্কার ও অন্যান্য নানা পুরস্কার ও সম্মানে তিনি বিভূষিত।

* * *

মন্মথ রায়ের লেখা পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকগুলি হলো– 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭), 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'শ্রীবৎস' (১৯২৯), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'কারাগার' (১৯৩০), 'সাবিত্রী' (১৯৩১), 'খনা' (১৯৩৫), 'সতী' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটকগুলি হলো– 'অশোক' (১৯৩৩), 'মীরকাশিম' (১৯৩৮) ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক: 'মমতাময়ী হাসপাতাল' (১৯৫২), 'পথে বিপথে' (১৯৫৩), 'জীবনটাই নাটক' (১৯৫৩), 'আজব দেশ' (১৯৫৩), 'ধর্মঘট' (১৯৫৩), 'চাষীর প্রেম' (১৯৫৩) ইত্যাদি।

* * *

মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলি কেবল পুরাণের ধারাভাষ্য নয়। আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনায় পৌরাণিক নাটক পাওয়া গিয়েছিলো ঠিকই কিন্তু বিশশতকে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক কেবল ধর্ম বা নীতির গুণকীর্তন নয়; পৌরাণিকতার মোড়কে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসাকে তিনি পৌরাণিক নাটকে ভাষা দিয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন, "পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াও অতি-আধুনিক যুগের

মনোভাব যে সার্থকভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে, এই যুগের সুপরিচিত নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকগুলিই তাহার প্রমান।" মন্মথ রায়ের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'চাঁদ সদাগর'। এখানে তিনি পুরাণের বদলে লোককথাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। চাঁদ সদাগরকে পরাধীন ভারতের প্রেক্ষিতে অঙ্কন করেছেন। তাঁর চাঁদসদাগর নতুনভাবে অঙ্কিত হয়েছে, আজকে ভাষায় যাকে পুনঃনির্মান বা de-constraction বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে মন্মথ রায় নিজেই বলেছেন– "আমি প্রথমে ঐতিহাসিক নাটকের পথে না গিয়ে পৌরাণিক নাটকের আবরণে সমসাময়িক চিন্তাকে প্রকাশ করার ব্রত গ্রহণ করলাম।"

'দেবাসুর' মন্মথ রায়ের দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক। পুরানের মোড়কে নাট্যকার ভারতবাসীকে স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করেছেন। নাটকের ভূমিকায় মন্ময় রায় বলেছেন, "নাটকখানিকে বৈদিক নাটক বলিলে ভুল বলা হইবে কিনা জানি না, কিন্তু পৌরাণিক নাটক বলিলে যে বিশেষ ভুল করা হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।" শুধু তাই নয়, মন্মথ রায় 'দেবাসুর' নাটককে তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক নাটকের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই নাটকের বিরোধকে মূলত দেবতা ও অসুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সেই বিরোধকে কালো চামড়ার সঙ্গে সাদা চামড়ার বিরোধে পরিণত করেছেন। বৃত্রাসুর চরিত্র অঙ্কনে নাটককার আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। বৃত্রাসুরকে নাটককার সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে মানবতার প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বলাসুর, বৃত্রাসুর, দধীচি ও শচী চরিত্রচিত্রনে রচয়িতার সাফল্য প্রশ্নাতীত। বৃত্রাসুরের হাতে দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়, বৃত্রাসুরের স্বর্গরাজ্য অধিকার এবং শেষ পর্যন্ত বৃত্রাসুরের মৃত্যু ও স্বর্গে দেবতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাটকটি ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। কাহিনী, চরিত্রের পাশাপাশি নাট্য সংলাপ রূপায়ণে মন্মথ রায়ের সাফল্য অনস্বীকার্য। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আবেগকে মন্মথ রায় 'কারাগার' নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। নাটকের কাহিনী নেওয়া হয়েছিল 'শ্রীমদ্ভাগবত' থেকে। নাটককার নিজেই জানিয়েছেন, "যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিলো সেই কারাগারেই আজও উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য।" একদিকে অত্যাচারী রাজা কংস ও অন্যদিকে বসুদেব; একদিকে সমকালীন ভারতের অত্যাচারী শাসক ইংরেজ ও অন্যদিকে পরাধীন ভারতের প্রজাবৃন্দ – এই বিরোধের ছবি অঙ্কনে নাটকটি পূর্ণতা পেয়েছে। ১৯৩০-এর ২৪ ডিসেম্বর 'মনোমোহন থিয়েটারে' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। দর্শক সাধারণ তো বটেই, সে যুগের পত্র-পত্রিকায়ও নাটকটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই নাটকের অত্যাচারী কংসকে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক ভাবতে সক্ষম হয়েছিল পাঠক-দর্শকগণ। এই কারণে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ সরকার নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেয়। সবমিলে 'কারাগার' নাটক বিশশতকের প্রথমার্ধের অন্যতম জনপ্রিয় নাটকের দাবি আদায় করেছিল।

মন্মথ রায় সামাজিক বিষয়ও ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করে একাধিক সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর সমস্ত খ্যাতি ও অখ্যাতির মূলে রয়েছে পৌরাণিক নাটকগুলি। ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনাকে বিশশতকীয় সমাজপরিবেশে তিনি রূপদান করতে চেয়েছেন 'অশোক' বা 'মীরকাশিম' নাটকে। সমকালীন সমাজকে রূপদান করেছেন সামাজিক নাটকগুলিতে।

* * *

মন্মথ রায়ের নাট্যকীর্তির স্মারক হলো তাঁর রচিত একাঙ্কগুলি। তাঁর লেখা 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) প্রথম অভিনীত হয়েছিল ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩ সালে। তাঁর প্রথম একাঙ্ক সংকলন 'একাঙ্কিকা' ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ পেয়েছিলো অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায়। এতে ৮ টি একাঙ্ক স্থান পেয়েছিল– 'রাজপুরী', 'বহুরূপী', 'উইল', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'স্মৃতির ছায়া' 'উপচার', 'পঞ্চভূত' ও 'মাতৃমূর্তি'। পরে পরে 'ছোটদের একাঙ্কিকা', 'নবএকাঙ্ক' 'ফকিরের পাথর', 'বিচিত্র একাঙ্ক', 'দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম ও একাঙ্ক গুচ্ছ', 'একাঙ্ক উদ্যান', 'একাঙ্ক অরণ্য', 'একাঙ্ক অর্ঘ্য'– প্রভৃতি একাঙ্ক সংকলন প্রকাশ পেয়েছে। এগুলি ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও একাধিক একাঙ্ক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে ২০৪ একাঙ্কের রচয়িতা হলেন মন্মথ রায়। বিবিধ বিষয় অবলম্বনে তার একাঙ্কগুলি রচিত হলেও সমকালীন জীবন সংকটই তাঁর একাঙ্কে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রথমের দিকে রাজতন্ত্রের কাহিনী, মাঝে সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিবাদ এবং সব শেষে সাধারণ

মানুষই তার একাঙ্কে অঙ্কিত হয়েছে। একাঙ্কের শিল্পরূপ প্রসঙ্গে 'বিচিত্র একাঙ্কে'র ভূমিকায় লিখেছেন, "আজ এই স্পুটনিক যুগের গোড়াতে আধঘন্টার একাঙ্ক নাটকও চলছে। এমন দিনও আসছে যখন দশ মিনিটের নাটকেরও চাহিদা হবে। সেদিন আসছে মনে করে, পাঁচ, সাত, দশ মিনিটের কিছু একাঙ্ক নাটকও রেখে গেলাম আমি।" নাটক ছিলো তাঁর লোকশিক্ষার মাধ্যম। বার্নাড শ-এর মতো তিনি যেন নাটকের মধ্যে বলতে চেয়েছেন, "I do not write a single line except for teaching something."

মন্মথরায় মূলত পৌরাণিক এবং একাঙ্ক নাটক রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। তার পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং একাঙ্ক গোত্রের সমস্ত নাটকের মধ্য দিয়ে মানব-মানবীর জীবনজিজ্ঞাসা উন্মোচিত হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি আমার সব রচনাতেই লক্ষ্য রেখেছি মানুষের সংগ্রামী জীবন এবং মানুষের আত্মিক উন্নয়ন।" সব মিলে রবীন্দ্র–উত্তর বাংলা নাটকের ধারায় মন্মথ রায় একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠিত নাটককারের সম্মান লাভ করেছেন।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

ক. প্রতিটি মান – ১০ নম্বর।

১. বাংলা নাটকের ধারায় মন্মথ রায়ের ভূমিকা আলোচনা করো।

খ. প্রতিটি মান – ৫ নম্বর।

১. মন্মথ রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

গ. প্রতিটির মান – ২ নম্বর।

১. মন্মথ রায়ের প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটকটির নাম ও প্রকাশকাল লেখো।

২. মন্মথ রায়ের দু'টি সামাজিক নাটকের নামও প্রকাশকাল লেখো।

৩. বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম একাঙ্ক নাটকটির নাম ও প্রকাশকাল লেখো।